চোরাবালি

আদিত্য সেন

সবিতার যে কত কাজ, সংসার চালাতে তার যে কী জ্বালা, কী কষ্ট সেকথা যদি কেউ বুঝতে, তাহলে গলায় একখানা মেডেল ঝুলিয়ে দিত। এত বড় একটা চক্‌চকে মেডেল যেটা মেজ-বউদির মেয়েটা নাকি পড়াশুনা করে পেয়েছে। মেজবৌদি বলছিল, মেজবৌদি মানে, সবিতা যে বাড়িতে কাজ করে, সে - বাড়ির মেজ দাদাবাবুর বউ। সবিতা সেখানে সারাদিন থাকে। সকাল নটা, সাড়ে/নটায় ঢোকে, আবার বিকেল ছয়-টা-সাড়ে ছয়-টা নাগাদ বাড়িতে ফিরে যায়। এর মধ্যে সকালবেলা এক বাড়িতে কাপড় কাচা, অন্য বাড়িতে রান্না সারে। একদম ঘড়ির মতো চলা। এদিক -ওদিক হবার জো নেই শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, বাস চলুক বা না চলুক, সবিতাকে একদম দমদেওয়া ঘড়ির কাঁটার মতো চলতে হয়।

এই যে এত জায়গায় ছুটে ছুটে ও কাজ করে, ওকে দেখে কেউ বিশ্বাস করবে? ওর হাতঘড়ি নেই, দু-দন্ড আলতুফালতু কথা বলার মতো সময় ওর নেই। অথচ ওর ভেতরে কত কথাই না গজগজ করেহ সারাদিন ধরে কত কথাই না বলে নিজের মনে মনে নিজেরই সঙ্গে। আধুনিক মেয়ে বউরাও নিজেদের সঙ্গে কথা বলে— তবে তার জন্য তাদের একটা মোবাইল ফোন চাই। অনেকে আবার কানে একটা হেডফোন ঝুলিয়ে সারা পৃথিবীর কথা বলে যায়। হঠাৎ তাদের পাস কাটিয়ে চলে যেতে হলে মনে হতে পারে, এ দেখো, পাগলটার মতো এক মনে কথা বলে যাচ্ছে। সবিতার কথা বলা সবাইয়ের কথা বলা নয়—। রুটিনের মতো যে সমাজটার ভেতর ও বাইরের রূপ ও স্বরূপ রোজ দেখতে বাধ্য হয়, সবিতা তার সম্পর্ক ও বৈষম্য নিয়ে নিজের মনে কথা বলে যায় অথচ বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝবেওনা, কেউ টেরও পাবে না। বরং বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে, ও যেন একটা বোবা-কালা পুতুলের মতো বউ—সারাদিন এক মনে কাজ করে চলেছে। বিরাম নেই, নিস্তার নেই।

এই তো সেদিন মেজবৌদি আহ্লাদে গদগদ হয়ে মেয়ের গলার মেডেলটা বন্ধুদের দেখাচ্ছিল। বন্ধুরা নাকি সব তেনার কিটি পার্টির সঙ্গী। তখন সবিতা নানা রকমারি খাবার -দাবার প্লেটে সাজিয়ে রাখছিল। কিন্তু ওর সেই হাসিখুশি মুখখানা দেখে কেউ কি আন্দাজ করতে পারছিল যে সবিতা নিজের মনেই কত কথা বলে যাচ্ছে? মেজবৌদির ওই তো ধিঙ্গি মেয়েটা ঘরে কুটোটুকু পর্যন্ত নাড়ে না, সারাদিন খালি মুখের কছে বইটা খুলে বসে থাকে। কত মন দিয়ে পড়ে তা তো রোজ দেখতেই পায়। পড়তে পড়তে কার কথা মনে হয় কে জানে, কী ভাবে তাই বা কে হদিশ পাচ্ছে। সবিতার নজরে পড়ে, হঠাৎ উঠে গিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখে তারপর কত কি, কতরকম কি ক্রিম পাউডার মেঘে পট-বিবিটি হয়ে বসে থাকে। ওরকম ও মেয়ে তার আবার অত গুণ্যের ব্যাখ্যান! ওর আদরের নাম বুলবুলি। সবিতা অবশ্য দেখতে পারে না বুলবুলিকে।

বুলবুলিকে এত আদর-যত্নে থাকতে দেখে ওর নিজের মেয়েটার জন্য মন কাঁদে। ও পড়ে আছে ওদের গ্রামে মামার বাড়িতে। গ্রাম থেকে দাদা বউদির চিঠিপত্র আসে। গত চিঠিতে লিখেছে—হয়তো কী কারণে মেয়ের ওপর রাগ হয়ে থাকবে—লিখেছে, মেয়ে তো দিনদিন ধুমসি হয়ে উঠেছে, এবার দেখেশুনে একটা বিয়ের ব্যবস্থা যে না-করলেই নয়। আমরা আর কতদিন টানব ওকে? দেখো, আত্মীয় স্বজনের মুখেও কিরকম সব কথা। কত কাজ যে করে দেয় সেকথা কখনও বলে না। বাড়িতে মামির সঙ্গে হাতে হাতে কতই কাজই সামলায়। মামা-মামীর ছোটটার ন্যাতা কাঁথা ধুয়ে নিয়ে আসে পুকুরে গিয়ে। মামীর শরীর খারাপ হলে ও-ই তো রান্নাবান্না যে হোক করে সামলে নেয়। তরপরে স্কুলে যায় পড়াশুনা করতে। সে বুলবুলির মতো বিদ্যেধরী না হলেও আমি মা হয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি ওর গুণের অন্ত নেই। অথচ কেউ কি কোনদিন তার সুখ্যাতি করবে? আর বুলবুলি যে কিনা সবিতার মেয়ের নখের কাছে লাগেনা, তার কি আদরটা দেখো না। একেই বলে কপাল। সবিতার যদি টাকার জোর থাকত, সেও তো পারত তার মেয়েকে অমন গুছিয়ে বুলবুলি বানাতে।

সবিতা নিজের মনে বকবক করে আর হাসিমুখে মেজবৌদির বন্ধুদের প্লেটে খাবার সাজায়। ওর কাজে মেজবৌদি খুব খুশি। কারণ, সবিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, গুছিয়ে - গাছিয়ে কাপড়চোপড় পরে, কথাবার্তায় ভদ্র এবং চলতে - ফিরতে স্মার্ট। অনেক সময় মেজবৌদি ওর দিকে তাকিযে কী যেন দেখে যখন ও নিখুঁত কায়দায় খাবার দাবার সাজায়। আর একদিন বলেছিল, তোমাকে আমার খুব পছন্দসই লাগে কেন জান? সবিতা হা-করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, অনেক কিছু বলতে গিয়েও ভাবল, কাজের মেয়েদের পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিল, তুমি ঠিক বাড়ির কাজের বউদের মতো নও, তাই। অর্থাৎ যেমনটি বউদি ওকে শিকিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে, সেরকমই এ বাড়িতে ও কাজকম্ম সারে।

।।দুই।।

সন্ধ্যের পর সবিতা যখন নিজের বাড়ি ফিরে যায়, তখন সবিতা আবার যেমন-কে-তেমন। ওরা অর্থাৎ স্বামী মৃদুল আরও-তুগলকাবাদে এক্সটেনশনের এটা বস্তি জায়গায় থাকে। জল নেই আলো-বাতাসের অভাব, অত সুযোগ সুবিধাও নেই। ভাড়াটা সেখানে অতটা আকাশছোঁয়া নয়। তাও সবিতাদের পক্ষে একটু যেন বেশি। একখানা শোবার ঘর আর এক চিলতে রান্নাঘর —ওটুকুর ভাড়া বারোশা টাকা।

সবিতা বাড়ি ফিরে এসে সেই পুরোনো রঙ - চটা শাড়িখানা পরে তারপরে নিজের বাড়ির রান্নাপাতি জোগাড় করতে লেগে যায়। রান্নাঘর মানে তো ছোট্ট একটা খুপরি। ও বাড়ির মতো এখানে সাজানো - গোছানো ব্যাপার নেই। আগে সবিতার ছিল কয়লার উনুন, এখন অনেক চেষ্টা চরিত্র করে একটা গ্যাসের উনুন ম্যানেজ করেছে। এক চিলতে জায়গায় না আছে তাক, না আছে কাবার্ড, না আলমারি। ওর মধ্যে বাসনপত্র, তেলমসলা—আনাজপাতি গুছিয়ে সবিতা কীভাবে যে সংসার সামলায় তা সবিতাই জানে।

সবিতার স্বামী মৃদুল আগে গ্রামে ঘরামির কাজ করত। এখানে এসে দিল্লীতে এক রাজমিস্ত্রীর কাছে বেলদার হিসেবে কাজ করে। ইট বয়, সিমেন্টের মশলা মেশায়, আর সেগুলি মাথায় করে রাজমিস্ত্রির কাছে পৌঁছে দেয়। দিনরোজগারে কতই - বা পায়। তাও আবার রোজ তো আর কাজ জোটে না। সকালবেলা কালকাজীর বাস স্ট্যান্ডের কাছে আর পাঁচজনের সঙ্গে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ যদি কাজে ডাকে —সেই প্রতীক্ষায় বসে থাকা। বিড়ি ফোঁকে আর এদিক - ওদিক তাকায়। খদ্দের ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না, কড়া নজর না রাখলে ফসকে যেতে পারে। নিজেকে সময় মতো এগিয়ে দিতে না পারলে খদ্দেরও জোটে না, মনমতো মজুরীও পাওয়া যায় না। তবে মৃদুলের শক্ত-সমর্থ চেহারা এখনও আছে, নজরটাও তীক্ষ্ণ, তাই ঠিক জুটিয়ে নেয় কিছু-না-কিছু। আর আছে সবিতার মাসকাবারি রোজগার।

তবে যদি বলো গ্রাম ছেড়ে সুদূর দিল্লীতে এসে স্বামী - স্ত্রী পড়ে রয়েছি কেন? কী করব বলো! কেউ কি আমাদের খোঁজখবর নেয়? কী করে সংসার চলে তা সবিতাদের বারবার সেটা মনে হয়— তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। উপায় থাকলে কি গ্রাম ছেড়ে এই শুকনো খটখটে দেশে কেউ মরতে আসে? গ্রামে অবশ্য নিজেদের জমিজমা নেই। ছিল না, টাকাপয়সা বলতে কিছুই বিশেষ নেই—ওই বলে না, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এখানে দিল্লীতে এসে পড়ে বাড়িতে কাজ করে তবু যা-হোক দুটো কাঁচা টাকার মুখ দেখতে পায়। গ্রামে থাকলে এতদিনে কী যে হত কে বলতে পারে।

মেজবৌদি বুলবুলির খাবার ব্যাপারে অনেকরকম বেজারভাব। ওকে দুধের সঙ্গে কর্নফ্লেকস এগিয়ে দিতে গিয়ে সবিতার ভেতরটা আবার কথা বলে ওঠে। মনে মনেই বলে, কপাল করে এসেছ, আরাম করে দুধ খাওয়া, যত পার খেয়ে নাও। আমার মেঠোর মতো কপাল হলে বুঝতে পারতে সংসারটা কি জিনিস। বাবা মায়ের টাকাপয়সা আছে, ভালো ঘরে নিশ্চই বিয়ে দেবে, পায়ের ওপর পাত তুলে বেশ মজাতেই কেটে যাবে, তারপর ভালো রোজগারী স্বামী পেলে তো কথাই নেই। স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে দিব্যি সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। সবিতার মতো অন্য কেউ তোমার সুন্দর সংসার তখন সামলে দেবে টাকার জোর কি কিছু কম গা। আর বুলবুলি তখন কী করবে সবিতা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। বুলবুলি তখন পরিপাটি করে সেজেগুজে ভালো ভালো জামাকাপড় পরে হয়তো-বা বিদ্যেধরী হয়ে সারা জীবন বাহবা পাবে।

সবিতার অনেক সময় ইচ্ছে করে মেয়েটাকে নিয়ে এসে ওর কাছে রাখে। তার কি কোন উপায় আছে? ওর নিজের ইচ্ছে থাকলেও মেয়েকে এখানে এনে রাখা খুব মুশকিল, নানা রকম বিপদ হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। মেজবৌদির মুখে শোনে কাগজে নাকি কত কিছু বেরোয়। রোজই নাকি রাহাজানি আর ছিনতাই। মোটরসাইকেলে চড়ে কতগুলি বদ ছেলে নানা পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে। তারাই এসে জোরজবরদস্তি মেয়ে তুলে নিয়ে যায়। ওমা সে কি গো, এ-যে ভয়ানক ব্যাপার। এসব শুনে সবিতার বড় ভয় করে, বুকে প্যালপিটিশন হয়। নিজের জনের এসব কষ্ট দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। তা কি পুলিশ নেই। পুলিশও নাকি এ ধরনের সুযোগ থাকে। সে কি, কোথায় আছি আমরা? সবিতার তখন মনে হয়, ভাগ্যিস মেয়েকে এনে এখানে রাখিনি।

আসলে এখানে যে বস্তিটাতে আমরা থাকি সেটা খুব ভালো নয়। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজে বেরিয়ে যায় সারাদিন মেয়েটাকে একা বাড়িতে থাকতে হত। এখানেও পড়ার জন্য স্কুল আছে, তা ঠিক। কিন্তু মেয়ে আমার দেখতে - শুনতে নেহাৎ মন্দ নয়। আমার মতোই বোধহয় দেহের গড়ন পেয়েছে, মৃদুল যেটার দিকে লালসা - ভরা চোখে তাকিয়ে বিড়ি ফুকতে থাকে। ওই মেয়ে যেরকম এখনই হয়ে উঠছে—সারাদিন একা একা থাকতে থাকতে কতরকম লোকের পাল্লায় পড়ত কে জানে। আশেপাশে তো অবাঙালিই বেশি। বাঙালি হলেই কি বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে দেখে না। সর যেন ধোয়া তুলসি পাতা।

নিজের আত্মীয়স্বজনের বলতে যারা এখানে আছে তাদের কথা আর কি বলব। উপকার করতে তো কেউ নেই, বদনাম করতে সব উঁচিয়ে আছে। একটু বেচাল দেখলেই হয়তো এমন বলতে শুরু করবে যে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ে। আজকাল তো আবার শুনি অনেকে ভেগে যাচ্ছে বা কেউ-না কেউ তাদের ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। মেজবৌদিরা ড্রইংরুমে নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে যেসব কথাবার্তা বলে, শুনলে তো শরীরটা কেমন যেন করতে থাকে। জোরদার নাকি আজকাল মেয়ে বেচাকেনা চলছে। এসব একটু বেশি শুনলে সবিতার বুকের রক্ত যেন মি হয়ে যায়। মেয়েদের চাকরীবাকরী করে দেবে বলে ফুসলায়, তারপর নিয়ে আগে নাকি নিজেরাই ভোগ করে, পরে তাদের মেটা টাকায় বিক্রি করে দেয়। অনেকে নাকি তাদের আবার বেশ্যাবাড়িতে নিয়ে যায়। কীসব লোক রে বাবা! এমন কপাল শত্রুদেরও যেন না হয়। আহা রে, ভালো লেখাপড়া শেখার যদি সুযোগ থাকত মেয়েগুলো নিজেদের ভালোমন্দো বোঝারও বিচার করার উপায় থাকত, একটু ভালো রোজগারের যদি তাদের উপায় থাকাত, তবে এই মেয়েগুলো জীবনটা কত সুন্দর হতে পারত।

এখানে অবশ্য অনেকে অল্প বয়সী মেয়েদের সারাদিনের জন্য রাখে। খুব চাহিদা। কর্তা-গিন্নি কাজে বেরুলে বাচ্চা সামলানোর একটা সোমত্থ মেয়ে পেলে সবাই লুফে নেয়। অথবা বাড়িতে বুড়ি শাশুড়ি থাকলে, তাদেরকে হাঁকডাক শোনার জন্য চাই অল্প বয়সের মেয়ে। একেবারে বিছানায় - পড়া হলে অবশ্য অন্য কথা। তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা দিল্লীতে তো প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এরকম নানাধরনের চাহিদা। তবে এই কাজের বাড়িতে বাড়তি কোন ঘর নেই। যেখানে সবিতারা থাকতে পারে। তাই সন্ধ্যের পর সবিতা সব কাজ গুছিয়ে চলে গেলে ওদের শুতে দেবার আর কোন সমস্যা নেই। সন্ধ্যাবেলা বাবুরা অপিস থেকে সব ফিরে আসে, তাই সবিতাদের মতো মেয়েরা রাত্রে থাকলে বরং সংসারের একটু ঝামেলাই বাড়ে। সবিতা এসব কথা বেশ ভালো বাঝে, তাই টাকার অঙ্কটা একটু বাড়িয়েও নেয়। তবে বলতে নেই, এ বাড়ি গিন্নিমার একটু দয়ার শরীর। সন্ধ্যাবেলা যখন সবিতা যাবার জন্য তৈরি হয়, তখন এটা- সেটা মাছটা- মাংসটা কখনও গুছিয়েও দেয় বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। মৃদুল ও সবিতার মোটামুটি বেশ চলে যায়। তবে ছুটির দিন ছাড়া দুপুরবেলাটা একেবারে সাদামাটা খাওয়া দাওয়া। যা মাগ্গিগন্ডার দিন পড়েছে, দু-বেলা মাছ-মাংস ভরে খাবে তা আর কটা সংসারেই-বা সামলাতে পারে? মেজবৌদি আর তার মেয়েটা তো পাখির মতো ঠুকরে খায়।

।। তিন।।

ছেলেটা গ্রামে স্কুলে পড়ছে। পঞ্চায়েত মোড়লের হাতেপায়ে ধরে ওর ফাইফরমাস খেটে একটা বোডিং স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছে। তার পড়াশুনার জন্য স্কুলে বেতন দিতে হয় না ঠিকই, কিন্তু পড়াশুনা করা মানে তো আজকাল শুনি দলবাজি। ওভাবে কি পড়াশুনা হয়? কোনমতে পাশ করা যায়। হচ্ছেও তাই। বোডিং -এর জন্য খাই খরচা কিন্তু কম লাগে না। মুশকিল এই, সেখানে আবার রুটিন-মাফিক খাওয়া দাওয়া। রমানাথের আবার ওর বাপের মতো মাতব্বরী চেহারা, খেতে টেতে ভালোবাসে। বোডিং -এ সরকারী খরচায় দুবেলা দুটো ডালভাত। এর থেকে তো বেশি আর জোটে না। জোয়ান বয়েস, খিদে তো পাবেই। সকালে - বিকেলে একটু মুড়ি কিংবা চিড়ে ভাজা বা কালেভদ্রে একটু পাঁউরুটি-বিস্কুট আর তেলেভাজা খেতে কোন্ ছেলের না মন চায়। তার জন্য হাত-খরচ কিছু পাঠাতেই হয়। তবে ছেলেটা আমার খুব বুঝদার। মা-বাবার দুঃখ বোঝে। সবিতা ভাবে, আমাদের যত কষ্টই হোক, ছেলেটা যেন একটু লেখাপড়া শেখে। তাহলে যেখানে হোক একটু ভদ্রভাবে রোজগার পত্র করে বাঁচতে পারবে। মা-বাপ হিসেবে ওদের তো এটুকুই কর্তব্য, তা যেভাবেই হোক, ছেলেটাকে মানুষ করতেই হবে। কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতে যেন আরও জোর এসে যায়, মনে বল আসে। বাবুদের বাড়িতে মাংস রাধতে গিয়ে কড়াইখুন্তিতে আরও বেশি আওয়াজ ওঠে। কাপড় কেচে নিংরাতে গিয়ে মনে হয় জলটুকু নিঃশেষে ফেলে দিচ্ছে।

দিল্লীতে এখন খুব ধুলোর ঝড়। দু-বেলা সাফ সুতর না করলে ঘরে একগাদা ধুলো জমে যায়। সবিতা নাকে - মাথায় কাপড় জড়িয়ে ধুলো ঝাড়ছিল। নজর চলে গেল টিভিটার দিকে। একটা ট্রেনের বগি উল্টে আছে। সেগুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে একটা লোক ইংরেজিতে কী যেন বলে যাচ্ছে। সবিতা কিছু বুঝতে না পেরে মেজবৌদিকে না জিজ্ঞাসা করে পারল না। মেজবৌদি টিভি চালিয়ে বই পড়ছিল। অলস সুরে বলল, ওই যা আজকাল নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই আর কি। ট্রেনে আর নিরাপদে চলাফেরা করা যাবে না দেখছি। মাওবাদীরা যেরকম কাণ্ডকারখানায় মেতে উঠেছে।

মাওবাদী আবার কি? সবিতা আকাশ থেকে পড়ে। সবিতাকে তখন মেজবৌদি গোটা ব্যাপারটা বুজিয়ে

দেবার পর সবিতার শরীরটা কেমন যেন আনচান করতে থাকে। আজকাল ছেলেটাকে নিয়ে মহা অশান্তি ভোগ করে। রাতে স্বপ্ন দেখে ছেলেটার হাত ধরে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখে চলার পথে সমুদ্রের মতে জল উঠে আসছে— এখন কী করে ওপারে যাবে— সেই দুঃশ্চিন্তায় ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে নিয়ে এরকম বিপদে পড়ার আরও অনেক আজে বাজে স্বপ্ন দেখে। ওর জন্য আজকাল দুশ্চিন্তা করে বলেই বোধহয় অত রকম বিপদে পড়ার স্বপ্ন দেখে। কাউকে খোলাখুলি বলতেও পারে না, আবার সেগুলির মনে ভেসে উঠলেও আশঙ্কায় আর ভয়ে সবিতা তলিয়ে যেতে থাকে। কী যে করবে সবিতা, কিছুই বুঝতে পারে না।

এবার রমানাথ ক্লাস টুয়েলভের পরীক্ষা দেবে। না বললেও সবিতা বুঝতে পারে ছেলেটা পার্টি করে। এতদিন তো কোন অসুবিধেই ছিল না। ভোট দেবার সময় গ্রামে দল বেঁধে গিয়ে একটা পার্টিকেই ভোট দিয়ে এসেছে সবিতারা। শক্তিশালী দল বলতে তো একটাই। এখন শুনছি সর্বত্র নাকি টানাপোড়েন। না খোঁচালে রমানাথ কোন কথাই বলে না। মা -বাবার অশান্তি বেড়ে যাবে বলে তুমি চুপচাপ থাকবে, এ আবার কী রকম কথা!

তারপর যদি একটা বিপদ হয়, আমরা তো ধরতই পারব না, কোথা থেকে কী হয়ে গেল। মেজবৌদি আমার অবস্থাটা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে বলেই বোধহয় মাঝে সাঝে আমাদের মতো করে ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেয়— নয়তো আমি কিছুই জানতাম না। টিভি দেখার মতো আমাদের হাতে অত সময় কই, পড়াশুনা করিনি বলে কাগজও পড়তে পারি না। যেটুকু শুনতে পাই তাতেই বুঝতে পারছি কী অবস্থা যাচ্ছে। হয়তো খুব সাবধানে থাকতে হয় মোড়লের লোক হলে নাকি বিপদ আরও বেশি। তাই বোধহয় রমানাথ বাধ্য হয়ে চুপচাপ থাকে। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার কাছে চুপ— বোবার যেমন শত্রু নেই।

আমার ও দিকে আশঙ্কায় বুক ঝাঁপে, শরীরটা অস্থির করে, বুকের ধরফড়ানিটা যেন অনেক গুণ বেড়ে যেতে তাকে। যদিন তো মেজবৌদির কথা শুনে আরও ভড়কে গেলাম। মেজবৌদি বলছিল, দলবল নিয়ে মাওবাদীরা নাকি ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লোকবসতিতে ঢুকে পড়ে লোকজন টেনে নিয়ে যায়। তবে তো রমানাথদের এখন নানা দিকই দিয়েই বিপদ।

তবে পার্টি যারা করে তাদের নাকি বিপদ বেশি। ফুল-মাটি পার্টি নাকি দিনদিন জোরালো হয়ে উঠছে। আমি বলি কি রমানাথ, যে দলে নিরাপদ থাকতে পারিবি, সেটাই তুই আঁকড়ে থাকার চেষ্টা কর। মোড়ল মুখ ফুটে না বলুক আমি তো মা হয়ে বলছি। এখন ওখানে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। রমানাথ বোঝে না, ও এত চুপচাপ থাকে বলেই না আমার মনের আশঙ্কা এই দূরদেশে দিনদিন আরও বাড়ছে।

কখনও মনে হয় রমানাথকে একবার গিয়ে দেখে আসি, একবার ওকে বুকে টেনে নিই। কিন্তু অল্প বয়স থেকে যে হোস্টেলে থাকতে অভ্যস্ত, যে-কিনা মোড়লের পাল্লায় পড়ে পার্টি করতে বাধ্য হয়—সে কেন মায়ের স্নেহসিঞ্চনের জন্য অত উতলা হবে।

এমন ভাবতে ভাবতেই কাজের বাড়িতেই রমানাথের ফোন এল। প্রথমে ভাবল, এতদিন পরে টেলিফোন করছে দেখে যদি মা গল্প-গাছা ফেঁদে বসে, তাই বলল, পোস্ট অফিস থেকে ফোন করছি। আমার পেছনে অন্ততপক্ষে চার-পাঁচজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। বেশিক্ষণ কথা বললে বুথে ঢুকে হয়তো হাত থেকে টেলিফোনই কেড়ে নেবে। বলল, পড়াশুনা ভালোই চলেছে। চিন্তার কোন কারণ নই। তবে এখানে অবস্থাগতিক খুব খারাপ। নানা দিক থেকে নানা লোক ফুসলাচ্ছে টানাটানি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। তবে ওসব নিয়ে তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। হোস্টেলের টাকাটা দিতে দেরি হলে আজকাল কিন্তু মহা হাঙ্গামায় পড়তে হয়— মোড়লের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই বিপদটা যেন আরও বেশি। সেরকম অবস্থা দেখলে আমি কোথাও না কোথাও চলে গিয়ে গা ঢাকা দেব। এর থেকে রেহাই পাবার বোধ হয় আর কোন উপায় নেই। রাখলাম।

মেজবৌদির কাজ করতে করতে সবিতা বসে পড়ল। এসব অসহায় ছেলেদের ওপর নিশ্চয় কোন একটা ভয়ানক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। এতগুলো দল যদি যে-যার দিকে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দেয়— তবে এ সঙ্গিন অবস্থাটা ওরা কীভাবে সামাল দেবে? এখন বুঝতে পারছে কতগুলো লোক বা নেতা ওদের নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছে। সবিতা কী যে করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সবিতা তখন জোরে জোরে আওয়াজ করে ঘরের কাজ করতে থাকে। এখন বালতি জল নিয়ে এসে সবিতা সারা বাড়িটার মেঝে ঘষে ঘষে ময়লাগুলো তুলতে থাকে।